যুগান্তর

তারিখ ... 15 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন

গাইড ও নোটবই এবং প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং বন্ধসহ বিভিন্ন বিষয়ে কঠোর বিধান রেখে দেশে প্রথমবারের মতো শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। নতুন শিক্ষা আইন অনুযায়ী শিক্ষার স্তর হবে চারটি। এগুলো হল প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর বয়স হবে ৪ থেকে ৬ বছর। প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হবে ৬ বছর বয়স থেকে। এ স্তর হবে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। আর নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী হবে মাধ্যমিক স্তর। এরপর শুরু হবে উচ্চশিক্ষার স্তর। নতুন শিক্ষা আইনে প্রশাসনিক স্বার্থে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তঃশিক্ষা বোর্ডে বদলি, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও নেতৃত্ব সৃষ্টিতে শিক্ষার্থী পরিষদ গঠন, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে স্বাস্থ্যকার্ড প্রদান, শিক্ষক আচরণবিধি ইত্যাদির পাশাপাশি এ আইনে নতুনে ধারা বিশেষে সর্বনিম্ন ১০ হাজার থেকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা এবং সর্বনিম্ন ৬ মাস থেকে ১ বছর জেল অথবা উভয় দণ্ড দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে। দেশে যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে এ ধরনের একটি আইন প্রণয়ন করার খবর নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। তবে এ আইন কতটা কার্যকর হবে, সেটিই হচ্ছে প্রশ্ন। কেননা এর আগে কোচিং ও নোট-গাইড বই নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেয়া হলেও তা কার্যকর হয়নি। তাছাড়া শিক্ষাসংক্রান্ত আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে মতভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা প্রবল। সেজন্য আমরা মনে করি, আইনটি চূড়ান্ত করার আগে শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট সব মহলের মতামত নেয়া উচিত। তড়িঘড়ি না করে সবকিছু চিন্তাভাবনা করেই এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত।

বর্তমানে জ্ঞান বিতরণের কাজটি পরিণত হয়েছে বাণিজ্যে। সেক্ষেত্রে মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিবোধের উন্নয়ন না ঘটিয়ে শুধু আইন প্রণয়ন করে অবস্থার পরিবর্তন করা যাবে কি-না তা বলা মুশকিল। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এ পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা কম হয়নি। কিন্তু অব্যবস্থাপনা, অদূরদর্শিতা, দুর্নীতি ও রাজনীতিকরণের ঘূর্ণাবর্তে এর অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। কাজেই নতুন শিক্ষা আইন কার্যকর করার আগে সরকারকে আন্তরিকতা ও সততার পরিচয় দিতে হবে। নতুন শিক্ষা আইনে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধার কথাও থাকা উচিত। শিক্ষকরা হচ্ছেন জ্ঞান ও বিদ্যাদাতা। ঘরে ঘরে জ্ঞান-প্রদীপ প্রজ্বলনে তাদের রয়েছে বিশাল ভূমিকা। দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে অধিকাংশ স্কুল ও মাদ্রাসা বেসরকারি। বেসরকারি পর্যায়ের শিক্ষকরা আরও বেশি বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের বঞ্চনার মাঝে রেখে নতুন শিক্ষা আইন কতটা